তারিখ 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

'৩৩ ক্রেডিট' বাতিলের দাবি

আন্দোলনে অচল রুয়েট

■ রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) ন্যূনতম ৩৩ ক্রেডিট প্রথা বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় দিনের মতো বন্ধ ছিল ক্লাস কার্যক্রম। গতকাল সোমবার আন্দোলনকারীরা শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তিন দিন ধরে ক্লাস বন্ধ, শিক্ষক অবরুদ্ধ শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছিত

গতকাল টানা তৃতীয় দিনের মতো ক্লাস বর্জন করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। সকাল ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বরে জড়ো হতে থাকেন তারা। পরে সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের আবাসিক দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যোগ দিতে বের হওয়ার সময় শিক্ষকরা তাদের বাধা দেন। বিষয়টি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের জানানো হলে তারা ওই হলে গিয়ে অবস্থান নেন এবং শিক্ষকদের হলের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখেন। ওই হলের ভেতর হল প্রাধ্যক্ষসহ ৫ শিক্ষক ছিলেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখার খবর পেয়ে দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ শিক্ষকদের একটি দল অবরুদ্ধ শিক্ষকদের মুক্ত করতে ওই হলের সামনে যান। কিন্তু আন্দোলনরত ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

আন্দোলনে অচল

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষার্থীরা দাবি না মানা পর্যন্ত শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানান। এ সময় শিক্ষকরা নানা রকম ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং চাপ প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আনার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া যে সব ছাত্রী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য হল থেকে বের হচ্ছিলেন তাদের হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য নাম লিখে নেওয়া হয়েছে। এমনকি আন্দোলন করার কারণে কিছু শিক্ষার্থীকে শারীরিকিভাবেও লাঞ্ছিত করেছেন শিক্ষকরা। তবে শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শিক্ষকরা।

বিকেল ৩টার দিকে রুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাঈম রহমান নিবিড় ও সাধারণ সম্পাদক তপু চৌধুরীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে অবরুদ্ধ শিক্ষকদের মুক্ত করে আনেন।

শিক্ষার্থীদের লাঞ্ছিতের কথা অস্বীকার করে রুয়েটের নিরাপত্তা কর্মকর্তা জালাল উদ্দিন বলেন, 'কোনো শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর কাঁধে হাত রেখে বলে ক্লাসে যাও, আর সেটাকে যদি মারধর বলা হয় তা দুঃখজনক। এগুলো কাম্য নয়।'

এদিকে রুয়েটের একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেছেন, 'শিক্ষার্থীরা না বুঝে অযৌক্তিক আন্দোলন শুরু করেছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন না করে ক্লাসে যেতে বলা হয়েছে। তারা কথা না শোনায় একটু বকাবকি করা হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থীকে লাঞ্ছিত করা হয়নি। বরং শিক্ষার্থীরাই শেখ হাসিনা হলের প্রাধ্যক্ষসহ আমাদের কয়েকজন শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে রাখে।'

শিক্ষার্থীদের দাবির ব্যাপারে জানতে চাইলে রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক কামরুজ্জামান সরকার বলেন, 'তাদের দাবির বিষয়ে এখনও নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

রুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহা. রফিকুল আলম বেগ শিক্ষার্থীদের মারধর ও লাঞ্ছিতের কথা অস্বীকার করে বলেন, 'মারধরের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তবে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে যেতে কিছু হুমকিমূলক কথা বলা হয়েছে।' সন্ধ্যায় পুনরায় ফোন দেওয়া হলে উপাচার্য বলেন, 'এ বিষয়ে এখন মিটিংয়ে আছি। মিটিং শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে।'